ব্রি ধান৬৯

জাত পরিচিতিঃ	ব্রি ধান ৬৯ এর কৌলিক সারি Weed Tolerant Rice. উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপিন্সে WuShanYouZhan এবং PI312777 Genotype এর সাথে সংকরায়ন করে বংশানুক্রম সিলেকশান (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। গত কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে Introduction করে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ এবং ২০১৩ সালে কৌলিক সারিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় বোরো মৌসুমে জাত হিসাবে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।
জাতের বৈশিষ্ট্যঃ	ব্রি ধান৬৯এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এছাড়া অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে সামান্য খাটো। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধানের দানার রং সোনালী রঙের এবং মাঝারী মোটা । পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃ মিঃ। এ জাতের জীবন কাল ১৪৫-১৬০ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২.৯ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি মাঝারী মোটা এবং রং সাদা।
এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাঃ	ব্রি ধান ৬৯ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর ৫-১০দিন বেশি। ব্রি ধান জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কান্ড শক্ত তাই হেলে পড়েনা এবং শীষ থেকে ধানও ঝরে পড়ে না। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা তাই এক্ষেত্রে ক্ষেত দেখতে খুব আকর্ষনীয় হয় এ জাতটি হেক্টরে ৬.৫ টনেরও বেশী ফলন দিতে সক্ষম। সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের চেয়ে ২০% কম লাগে।
জীবনকালঃ	এ জাতের জীবন কাল ১৪৫-১৬০ দিন।
ফলনঃ	ব্রি ধান৬৯ এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৮১, তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরে ৭.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।
চাষাবাদ পদ্ধতিঃ	এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী ধানের মতই। ১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ অগ্রহায়নের ২ তারিখ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে বীজ বপন করে ৩৫-৪০ দিনের চারা গোছা প্রতি ২/৩ টি করে ২৫ সে. মি. ×১৫ সে.মি. স্পেসিং দিয়ে রোপন করতে হবে। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।
সার ব্যাবস্থাপনাঃ	সারের মাত্রা ২৬০: ১০০ : ১২০: ১১০: ১০ কেজি ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমওপিঃ জিপসামঃ জিংক সালফেট/হেক্টর)। সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ৩৫-৪০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
আগাছা দমনঃ	-
সেচ ব্যবস্থাপনাঃ	-
রোগবালাই দমনঃ	ব্রি ধান৬৯এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ।
ফসল পাকা ও কাটাঃ	-